এ । রি । জো । না

গ্রেগের পাগলামি

লিউনার্ড গ্রেগ। সরলমনা এই লোকটিকে সবাই ভালো বলেই জানতো। কিন্তু তার এক পাগলামিতে ৩২ মিলিয়ন ডলার পুড়ে ছাই হয়ে গেলো...

লিখেছেন আমেরিকা থেকে **মাসুদ খান**

যুক্তরাষ্ট্রের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলীয় রাজ্য আরিজোনাকে বলা হয়ে থাকে গ্রান্ড ক্যানিয়ন স্টেট। আয়তনে বাংলাদেশের দ্বিগুণের চেয়ে একটু বড় হলেও আরিজোনার মোট জনসংখ্যা মাত্র ৪৮ লাখ। বেশির ভাগ লোকই বাস করে এখানকার ছোট বড় বিভিন্ন শহরে। শহর বাদেও এখানে রয়েছে ইন্ডিয়ানদের জন্য আলাদা আবাসস্থল। আরিজোনা রাজ্যের গভর্নর ইন্ডিয়ানদের নিজেদের বসবাসের জন্য বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়ে ভূমি বরাদ্দ করে দিয়েছে। বলা হয়ে থাকে ইন্ডিয়ান রিজার্ভেশন। মূলত পেশায় কৃষিজীবী হলেও ইন্ডিয়ান জনগণ তাদের অর্থনৈতিক মুক্তির জন্য এখন ভিন্ন ভিন্ন পেশা বেছে নিচ্ছে। সরকারের অনুমোদন নিয়ে তারা শুরু করেছে ক্যাসিনো ব্যবসা। এতে নিজেদের কর্মসংস্থান ছাড়াও এ থেকে প্রাপ্ত আয় বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজে ব্যয় করা হয়ে থাকে। নৈসর্গিক সৌন্দর্যমন্ডিত পাহাড় জঙ্গলে পর্যটকদের জন্য ট্যুরিস্ট স্পট নির্মাণ করে, তাদের থাকা-খাওয়ার সুবন্দোবস্ত করেও বাড়তি আয়ের মুখ দেখছে তারা। ইন্ডিয়ানদের রয়েছে আলাদা আইন প্রয়োগকারী সংস্থা অর্থাৎ পুলিশ বাহিনী, রয়েছে স্বয়ংসম্পূর্ণ অগ্নিনির্বাপক দল। এদের বিচার ব্যবস্থাও স্বতন্ত্র। ছোটখাটো কোনো অপরাধের জন্য নিজেদের তৈরি আইন অনুযায়ী বিচার করা হয় এবং সে অনুযায়ী শাস্তি প্রদান করা হয়।

এমনি একটি ইন্ডিয়ান রিজার্ভেশনে পার্টটাইম অগ্নিনির্বাপক কর্মী হিসাবে কাজ করতো ২৯ বছর বয়স্ক লিওনার্ড গ্রেগ। সাদাসিধা সরলমনা এই লোকটিকে বেশ ভালো বলে সবাই জানতো। সহকর্মী ও প্রতিবেশীদের মধ্যেও তার যথেষ্ট সুনাম ছিলো। স্ত্রী আর দুই সন্তানকে নিয়ে সংসার চালাতে গিয়ে তার হিমশিম খাবার মতো অবস্থা। শুধুমাত্র বড়সড় আগুন লাগলে বা বড় ধরনের কোনো জরুরি অবস্থাতেই তাকে কর্মস্থলে ডেকে নেয়া হতো। বাকি সময়টা তার কাটতো ঘরে বসে থেকেই। তদুপরি যুক্তরাষ্ট্রের সাম্প্রতিক অর্থনৈতিক মন্দার ছোঁয়া ইন্ডিয়ান রিজার্ভেশনগুলোর মধ্যেও আঘাত করেছে। ফলে, অনেকদিন থেকেই কর্মস্থল থেকে কোনো ডাক পাচ্ছিলো না সে। এভাবে আর দিন কাটছিলো না তার। শেষমেশ উপায়ন্তর না দেখে সে এমন একটি কাজ করে বসল যা তার উপজাতীয় গোত্র তো বটেই, সমগ্র আমেরিকার জনগণকে হতবাক করে দিলো।

শুষ্ক মৌসুমে বিশেষত গ্রীষ্মকালে এই অঞ্চলে বৃষ্টিপাত একদম হয় না বললেই চলে। এই সময় বন কর্তৃপক্ষ বনাঞ্চলে যে কোনো ধরনের আগুন ধরানোর বিরুদ্ধে হুঁশিয়ারি জারি করে। পিকনিক স্পটগুলো বন্ধ করে দেয়া হয়। পানির অভাবে গাছ ও ঝোপঝাড় শুকিয়ে হয়ে ওঠে অসামান্য দাহ্য। এই সুযোগটিই কাজে লাগায় লিউনার্ড গ্রেগ। আগুন ধরিয়ে দেয় রিজার্ভেশনের কাছাকাছি বনের একটি অংশে। কয়েক ঘন্টার মধ্যেই বিশাল দাবানল আকারে ছড়িয়ে পড়ে সে আগুন। লিউনার্ডের ধারণা ছিলো, বড় ধরনের দাবানল লেগে গেলে আগুন নেভানোর কাজে তাকে ডাকা হবে। যা দিয়ে সে কিছুটা আয়ের মুখ দেখবে। বিরূপ প্রকৃতিও লিউনার্ডের সেই ইচ্ছার সঙ্গে যেন তাল মেলালো সে দিন। ঝড়ো বাতাস বইতে শুরু করলো। খুব দ্রুত প্রলয়ঙ্করী এই দাবালল ছড়িয়ে পড়লো বিশাল এক এলাকা জুড়ে। নিকটবর্তী হেবার, ওভারগার্ড, পাইনডেল, শোলো শহরগুলোর আকাশ ঢেকে গেল কালো ধোঁয়ায়। আরিজোনা ছাড়াও পার্শ্ববর্তী অঙ্গরাজ্য নিউ মেক্সিকো এবং ক্যালিফোর্নিয়া থেকে আসা সর্বমোট ৪৬০০ জন অগ্নিনির্বাপক কর্মী দিনরাত চেষ্টা চালিয়ে ছোট ছোট অসংখ্য বিমান এবং হেলিকপ্টার থেকে অনবরত কেমিক্যাল নিক্ষেপ করেও কোনো ফল পাওয়া যাচ্ছিলো না। বাতাসের বেগ বেশি হওয়ায় আর বাতাসে জলীয়বাষ্পের পরিমাণ যথেষ্ট কম থাকায় দাবালল ক্রমেই বেড়ে যাচ্ছিলো। আগুন নেভানোর চেয়ে বরং আগুন নিয়ন্ত্রণে রাখাই প্রধান লক্ষ্য হয়ে দাঁড়ালো তখন অগ্নিনির্বাপণ কর্মীদের। দাবালন নিয়ন্ত্রণে রাখার জন্য মূল অগ্নিবলয়ের চারধারে একটি খোলা মতো জায়গা তৈরি করা হয়। এটাকে বলা হয় Buffer Zone. দাবানল যতো ভয়াবহ, দুরন্ত আর দ্রুতগামীই হোক Buffer Zone পার হয়ে এসে অন্য প্রান্তকে অগ্নিভূত করার সামর্থ্য এর কমই থাকে।

টানা তিন সপ্তাহ ধরে জ্বললো এ শিখা। চার লাখ সত্তর হাজার একর (৬৫০ বর্গমাইল) বনভূমি পুড়ে ছাই হয়ে গেল। ৪২৬টির মতো বাড়ি পুড়ে ছারখার হয়ে গেল। অগ্নিনির্বাপণ বাবদ দিনে ২ মিলিয়ন করে সর্বসাকুল্যে খরচ হলো ৩২ মিলিয়ন ডলার। অপূরণীয় ক্ষতির শিকার হলো পর্যটন শিল্প আর টিম্বার ইন্ডাস্ট্রি। খুব শীঘ্রই ধরা পড়লো লিউনার্ড গ্রেগ। তার বিরুদ্ধে রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে ক্রিমিনাল চার্জ আনা হলো। ইংরেজি বলায় অপারদর্শী লিউনার্ড নিজের সব দোষ স্বীকার করে ক্ষমা প্রার্থনা করতে যেতেই বিচারক সঙ্গে সঙ্গে তাকে থামিয়ে দিলেন। জেল হাজতে বসে লিউনার্ড তার বিচারের দিন গুনছে এখন। দোষী সাব্যস্ত হলে তার ৫ বছরের জেল ছাড়াও ২৫০ হাজার ডলার জরিমানা দিতে হবে।

টো । কি । ও

প্র তি বা দে র ভা ষা

সুশীল সমাজ প্রতিবাদ করে নানাভাবে। স্লোগান, হরতাল, মিছিল, মিটিং, সভা, অসহযোগ, Hunger strike, এমনকি লাঠি মিছিল, ঝাড়ু মিছিল। কানাডাতে অনুষ্ঠিত ধনী দেশের জি-৮ সামিটের প্রতিবাদে ছিল বিভিন্ন ভঙ্গিমার প্রতিবাদ। শরীরে কাদা লাগিয়ে অদ্ভুত নাচ–হুইল চেয়ার দিয়ে প্রতিবাদ। তাদের চিৎকার ছিল 'Cancel Africa's Debt' 'End Corporate Greed' 'Don't Trade My Rights. বিশ্বকাপের উন্মাদনার ভেতরে একটি প্রতিবাদ ছিল এরকম, মাস্ক পরিহিত বিশ্বের শিল্প উন্নত দেশের জার্সি পরিহিত নেতাদের একসঙ্গে হলুদ কার্ড দেখাচ্ছেন একজন আফ্রিকান রেফারি।

ইয়াজদান ইনান, টোকিও

বিশ্বকাপ ফুটবলে হলুদ কার্ডের ছড়াছড়ি- প্রতিবাদ করেন ভিন্নভাবে

ই ন চ ন সি টি

দূতাবাসে দুর্নীতি

কোরিয়াতে সবচেয়ে পরিশ্রম করে বাঙালি শ্রমিকরা। তারা সৎ এবং বিশ্বাসী। ১৬ ঘন্টা কাজ করেও দূতাবাসের কাছে পায় না কোনো সহযোগিতা

অনেক জল্পনা-কল্পনার অবসান ঘটিয়ে কোরিয়ান সরকার সব অবৈধ বিদেশী শ্রমিকদের ১ বছরের ভিসা দেওয়া শুরু করেছে। সেই '৯৬ সাল থেকে গুঞ্জন শুরু হয়েছিল ভিসা দেওয়ার আলোচনা। বিভিন্ন সময় গুজব শোনা যেত– কেউ বলত ২ বছরের আবার কেউ বলত ৫ বছরের ভিসা দেবে। ভিসা পেলে দেশে যাওয়া-আসা করা যাবে। কিন্তু সব গুজবকে মিথ্যা প্রমাণিত করে সরকার ১ বছরের ভিসা বহাল করলো।

প্রথম যখন ভিসা দেওয়ার কথা ঘোষণা করল তখন শর্ত ছিল প্রত্যেক অবৈধ শ্রমিক তার পাসপোর্ট ৩১ মার্চ ২০০৩ সালের মধ্যে যে কোনো তারিখের কনফার্ম এয়ার টিকেট। কোরিয়ান মালিকের আইডি কার্ডের ফটোকপি এবং মালিককে অবশ্যই গ্যারান্টি দিতে হবে যে ওই শ্রমিক ৩১ মার্চ ২০০৩ সালের মধ্যে দেশে চলে যাবে। যদি দেশে ফেরত না যায় তাহলে ৬ বছরের জেল অথবা কোরিয়ান ২ কোটি ওন জরিমানা প্রদান করতে হবে। কিছুদিন পর যখন দেখা গেল কোনো মালিকই শ্রমিকদের জন্য এই শর্তে ভিসা আনতে বাজি নয়। তাই ইমিগ্রেশন অফিসাররা এখন মালিক ছাড়াই ভিসা দিচ্ছে। শুধু মালিকের নাম, কোম্পানির নাম, ঠিকানা, ফোন নম্বর দিলেই চলে। ভিসা পাওয়ায় অনেক বাংলাদেশীই খুশি নয়। কারণ দক্ষিণ কোরিয়ায় রয়েছে বাংলাদেশ দূতাবাসের হিসাব অনুযায়ী ১৮ হাজার, ইমিগ্রেশনের মেমোরিতে ১৪ হাজার, তবে সত্যিকার অর্থে এখানে রয়েছে ২৪ হাজার বাংলাদেশী। এ বাংলাদেশীরা মা-বাবা, আত্মীয়-স্বজনের মুখে একটু হাসি ফোটানোর জন্য নিজের জীবনের সমস্ত সুখকে বিসর্জন দিয়ে কেউ কেউ ১০/১২ বছর যাবৎ কোরিয়ায় পড়ে আছে। দেশে যেতে পারছে না। দেশে ফোন করলে একটা কথাই বলে– দেশের অবস্থা খারাপ। অর্থনৈতিক, সামাজিক, রাজনৈতিক কথা চিন্তা করে দেশমুখী হচ্ছে না। কারণ দেশে গেলে তো আবার ফেরত আসা যাবে না। আসতে হলে আবার নতুন করে ৬/৭ লাখ টাকা খরচ হবে। অধিকাংশ বাংলাদেশী আশায় বুক বেঁধেছিল যে, এবার ভিসা পেলে হয়তো দেশে যাবে, দেখা হবে অতি প্রিয়জনের সঙ্গে। যেমন বিশ্বকাপ ফুটবলের সময় ইটালিতে দিয়েছিল। কিন্তু সব আশাই গুড়েবালি। স্বপ্ন শুধু স্বপ্নই থেকে গেল।

এমতাবস্থায় অনেক বাংলাদেশীই মনে করেন যে, বর্তমান প্রধানমন্ত্রী দেশনেত্রী বেগম খালেদা জিয়া কোরিয়ান সরকারের সঙ্গে আলাপ করে একটা ব্যবস্থা নিতে পারেন, যাতে আমরা দেশে গিয়ে ফিরে আসতে পারি। দক্ষিণ কোরিয়ায় রয়েছে বাংলাদেশীদের ব্যাপক কদর। প্রায় ৯০% মালিকই বাংলাদেশী শ্রমিক দিয়ে কাজ করাতে ইচ্ছুক। কারণ অন্যান্য দেশের শ্রমিকদের তুলনায় বাংলাদেশীরা অত্যন্ত কর্মঠ, এবং সৎ। আমরা এখানে প্রতিদিন গড়ে ১৬ ঘন্টা কাজ করি। তারপর রান্না-কাপড়-জামা পরিষ্কার এতো কঠোর পরিশ্রম করে দেশের অর্থনীতিকে সমৃদ্ধ করছি। এদিকে কোরিয়ান সরকার ভিসা দেওয়ায় কপাল খুলেছে বাংলাদেশ দূতাবাসের কিছু অসৎ কর্মকর্তা ও কর্মচারীর। কারণ অনেকেরই পাসপোর্টের মেয়াদ শেষ হয়ে গেছে, অথবা হারিয়ে গেছে, সেজন্য দ্বারস্থ হতে হচ্ছে দূতাবাসের। দূতাবাস কর্মচারীরা যেন সেই অপেক্ষায়ই দিন গুনছিল। কখন আসবে সেই শুভ দিন।

S.M. Harun Pasha, Namku, Incheon City, South Korea

হা উ জে ন

বাংলাদেশী ছাত্রের কৃতিত্ব

চারদিকে যখন হতাশার প্রতিধ্বনি তখন কিছুটা হলেও আশার সঞ্চার করেছে উন্নত বিশ্বে বসবাসকারী বাংলাদেশী বংশোদ্ভূত ছেলেমেয়েরা। পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত শিক্ষা জীবনে এদের সাফল্য প্রায়ই আমাদের নজর কাড়ে

অসম্ভব ভালো ফলাফল লাভ করে বাংলাদেশী ছাত্রছাত্রীরা

ঝড়, বন্যা, দুর্ভিক্ষ, দারিদ্র্য, লঞ্চডুবি ইত্যাদি নেগেটিভ ঘটনা ঘটলেই বাংলাদেশ বিশ্বের প্রচার সংস্থাগুলোতে স্থান পায়। ভালো খবর তো আমাদের নেই বললেই চলে। তাই স্বগর্বে বিদেশ আমরা পরিচয় খুব একটা দিতে পারি না। রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক সাফল্য আমাদের নেই। ক্রীড়াজগতে সবচেয়ে জনপ্রিয় ফুটবলে সেনেগাল, নাইজেরিয়া, ক্যামেরুন ম্যারাথন দৌড়ে চির দুর্ভিক্ষের দেশ ইথিওপিয়া, ইরিত্রিয়া যেভাবে বিশ্ব দরবারে পরিচিত সে পরিচিতিও আমাদের নেই। এভাবে চারদিকে যখন হতাশার প্রতিধ্বনি তখন কিছুটা হলেও আশার সঞ্চার করেছে উন্নত বিশ্বে বসবাসকারী বাংলাদেশী বংশোদ্ভূত ছেলেমেয়েরা। পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত শিক্ষা জীবনে এদের সাফল্য প্রায়ই আমাদের নজর কাড়ে। এই একটি ক্ষেত্রে অন্যান্য অভিবাসী ও এ দেশীয়দের চেয়ে আমরা হয়তো একটু এগিয়ে। এই এগিয়ে যাওয়ার সাফল্যের ধারাবাহিকতায় চমক লাগিয়ে দিয়েছে বাংলাদেশী ছেলে নাবিন উদ্দিন দিপু। বলা বাহুল্য, জার্মানের শিক্ষা ব্যবস্থা খুবই ব্যবহারিক বা প্রায়োগিক। বিভিন্ন ক্যাটাগরির শিক্ষা ব্যবস্থায় অষ্টম, দশম ও একাদশ শ্রেণীতে ব্যবহারিক শিক্ষায় পর্যাপ্ত জ্ঞান অর্জনের জন্য বিভিন্ন কারখানায়, সরকারি অফিস-আদালতে অল্প সময়ের জন্য নিয়োগপ্রাপ্ত হতে হয়। দিপু বেছে নিয়েছিল তার পছন্দনীয় বিষয় স্থাপত্যকলা। এক স্থাপত্য ফার্মের অধীনে সে অসম্ভব ভালো ফলাফল লাভ করে জেলা শহর Offenbach-এর প্রথম দশজনের মধ্যে তৃতীয় স্থান লাভ করে। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে তাদেরকে সংবর্ধনা ও কৃতিত্বের বিশেষ সনদপত্র প্রদান করা হয়। আর তা সচিত্র প্রকাশ হয়েছে জেলার অন্যতম মুখপত্র Offenbach Post-এ। আমরা বাংলাদেশীগণ দিপুর সাফল্যে গৌরবান্বিত। দিপুর পিতামাতা নূরুদ্দিন ও আয়েশা নূরুদ্দিন উভয়ই চট্টগ্রামের বাসিন্দা ছিলেন। আসুন আমরা সকলে দোয়া করি দিপু যেন গড়ে ওঠে সাফল্যের বরপুত্র হয়ে।

মোবারক হোসেন, হাউজেন, জার্মানি

ন । য় । শা । তে । ল

বাংলাদেশের ভাবমূর্তি

ছাত্র রাজনীতি নিয়ে যথেষ্ট বিতর্ক আছে। বিদেশে আমাদের ভাবমূর্তি খুব একটা উজ্জ্বল নয়। বিষয়টা নিয়ে ভাবতে হবে

একদিন দুপুরের লাঞ্চ শেষে যথারীতি আমার কর্মস্থল নয়শাতেল বিশ্ববিদ্যালয়ে পদার্থবিজ্ঞান ইনস্টিটিউট-এ আমার অফিসে ঢুকতেই সহকর্মীর হাস্যোজ্জ্বল আবেদন– 'আশরাফ ল্যাবরেটরির সামনের নোটিশ বোর্ডের ওপর একটু চোখ বুলাও।' আমি ভালো কিছুর আশাবাদে তাকাতেই দেখি বাংলাদেশ সম্পর্কে লেখা কিছু একটা প্রতিবেদন দেয়ালে ঝুলছে। ফরাসি ভাষায় কম দক্ষতার কারণে ভালোভাবে বুঝতে না পেরে বন্ধুটির শরণাপন্ন হতেই সে আমাকে বোঝালো ওখানে লেখা আছে কাল তোমার বাংলাদেশে নকলের দাবিতে উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় অংশগ্রহণকারীর একটা বড় দল মিছিল করেছে। বলেই ইউরোপীয় চাপা ডিপ্লোম্যাটিক হাসি ফুটিয়ে তুলল সদ্য পদার্থ বিজ্ঞানে পি.এইচ.ডি হতে চলা বন্ধু অ্যালা সেভুয়্যার। রিপোর্টটি ছাপা হয়েছিল সুইজারল্যান্ডের এক প্রথম সারির জাতীয় দৈনিকে।

বিদেশীরা এরকম যখন আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থার বাস্তব হাল জানতে পারে তখন আমরা যারা উচ্চ শিক্ষার্জনের তাগিদে বিদেশে পা বাড়িয়েছি তাদের পূর্বেকার অর্জিত শিক্ষার পাশে বড় করে একটা প্রশ্নবোধক চিহ্ন এঁটে দিতে দ্বিধা করে না। আর এরই ফলশ্রুতিতে বোধ হয় বাংলাদেশে আমি এমফিল ডিগ্রী নিয়ে এবং দেশের সবচেয়ে মর্যাদাশীল বিশ্ববিদ্যালয়ে তিন বছর শিক্ষকতা করার পরেও ইউরোপে এসে আমাদের প্রমাণ করতে হয়েছে আমি এদের বিশ্ববিদ্যালয়ে যে সাড়ে চার বছর শিক্ষা দেয়া হয় তার সমতুল্য অতিরিক্ত কয়েকটি বিষয় নতুনভাবে পড়ে পাস করি। সত্যিই অভাগা আমরা! দেশে ৬ বছরের বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা ছাত্র রাজনীতি ও এর প্রতিপালক শিক্ষকদের অবহেলায় অকারণে ৯-১০ বছর লাগিয়ে বয়স ৩০ পার করেও ইউরোপে উঁচুমানের বিশ্ববিদ্যালয়ে ৫ বছর পাঠ নেয়া একজন নিয়মিত ছাত্রের সমতুল্য যোগ্যতা অর্জন করতে ব্যর্থ হচ্ছে। এ ব্যর্থতা কি আমি/আমরা ছাত্রের না আমাদের পিতা-মাতা ও শিক্ষকের, নাকি দেশ ও পুরা জাতির। বিংশ শতাব্দী পেরিয়ে একবিংশ শতাব্দীতে যখন সারা বিশ্বে মানুষ শিক্ষা, সংস্কৃতি এবং সভ্যতায় এগিয়ে চলেছে বিদ্যুৎবেগে তখনও আমরা ধরে রাখতে আপ্রাণ চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি যাচ্ছেতাই ঐতিহ্য ও অপকর্ম। আর এতে নেতৃত্ব দিতে হবে রাষ্ট্রের শীর্ষে তথা কেন্দ্রে যারা আছেন। আইন করে ছাত্র রাজনীতি বন্ধ করতে হবে সব শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে। তাতে কেউ যদি গোস্বা করে করুক, সে তার নিজের চুল ছিঁড়ুক সহ্য করতে না পারলে, তবুও ছাত্রকে ছাত্র থাকতে দিতে হবে, তাকে পড়ার পরিবেশ করে দিতে হবে। তবেই সে পড়তে বসবে, পরীক্ষায় লিখবে মাথা ঘামিয়ে– নকল করে নয়।

মোঃ আশরাফুজ্জামান, নয়শাতেল বিশ্ববিদ্যালয়, সুইজারল্যান্ড,
email: md.ashrafuzzaman@unine.cl

টো । কি । ও

সায়েন্স মিউজিয়াম

মিউজিয়ামটি পর্যটকদের মুগ্ধ করে। বিশেষ করে বাচ্চাদের দেখার রয়েছে অনেক কিছু

জাপানের বাৎসরিক ছুটিগুলোর মধ্যে 'গোল্ডেন উইকের' ছুটি উল্লেখযোগ্য। এপ্রিল মাসের শেষে এবং মে মাসের প্রথম সপ্তাহের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে ছুটির দিনগুলো। এই ছুটির দিনগুলোর মধ্যেই জাপানের প্রাক্তন সম্রাটের জন্মদিন, বিশ্ব শ্রমিক দিবস, শিশু দিবস এবং জাপানের সংবিধান দিবসগুলো থাকে বলে এই গোল্ডেন উইকের বন্ধে জাপান জীবনের ব্যস্ততা বেড়ে যায়। কারণ এই সময় বিভিন্ন ধরনের চিত্তবিনোদনের আয়োজন করা হয়। এই ছুটি উপভোগ করার জন্য বাচ্চাদের মতামত নিয়ে টোকিওর উএনো পার্কের কাছে অবস্থিত ন্যাশনাল সায়েন্স মিউজিয়াম দেখার জন্য যাই। ১৮৭৭ সালে স্থাপিত হয় এই যাদুঘরটি, ১৯৬০ সালে অ্যান্টার্কটিকার সোয়ারেজ থেকে পাথর, কাঠ এবং বিভিন্ন প্রাণীর ফসিল আনা হয়। এই ছুটি উপলক্ষে ১-১৮ বছর বয়স পর্যন্ত টিকেট ফ্রি করে দেওয়া হয় এবং এর উর্ধ্বে টিকেটের হার ৪২০ ইয়েন। সকাল ৯টা থেকে বিকাল ৪টা পর্যন্ত খোলা থাকে। সোমবার বন্ধ থাকে। প্রবেশ পথ থেকেই ডায়নোসরের প্রাথমিক জীবন দিয়ে শুরু হয় ক্ষুদে ডিম থেকে বেরিয়ে ডায়নোসর বেড়ে ওঠে এবং এক সময় এর উচ্চতা হয়

ন্যাশনাল সায়েন্স মিউজিয়ামে বাংলাদেশী শিশুরা

দোতলার সমান উঁচু। এরপর প্রথম যুগের মানব কঙ্কাল যার নাম ম্যামলাস। এক ধারে ম্যাম্যাথ (অধুনালুপ্ত অতিকায় হস্তি বিশেষের কঙ্কাল)। দ্বিতীয় তলায় প্রাণী জগতের বিভিন্ন পরিবর্তন কাচের সোকেসের ভেতরে সুন্দরভাবে সাজিয়ে রাখা হয়েছে। এখানে টিভির মাধ্যমে প্রাণী জগতের জীবন প্রাণালী প্রামাণ্যচিত্রের মাধ্যমে দেখানোর ব্যবস্থা আছে। তৃতীয় তলায় সৌরজগৎ সংক্রান্ত বিষয়ের সমাহার। এই তলায় চাঁদের এক খন্ড শিলা আছে যা ১৯৭৩ সালে আমেরিকার প্রেসিডেন্ট রিচার্ড নিক্সন জাপান সরকারকে উপহার দিয়েছিলো। এখানে সৌরজগতের বিভিন্ন গ্রহ-উপগ্রহের ছবি আছে। ফলে অনেক শিশুই তাদের অভিভাবকদের কাছ থেকে শিখে নিচ্ছে সৌরজগৎ সম্বন্ধে অনেক তথ্য। চতুর্থ তলায় জাপানের ভৌগোলিক অবস্থানের বিভিন্ন দ্বীপের প্রাণী জগতের জীবন বৃত্তান্ত তুলে ধরা হয়েছে সজীবভাবে। পঞ্চম তলায় মেম্বারশিপ হল, রিডিং রুম, টিচার্স সেন্টার, অবজারভেশন সেন্টার আছে। টিচার এবং উৎসাহী ছাত্র-ছাত্রীদের ভ্রমণকারীদের বিজ্ঞানের বিভিন্ন তথ্য সম্বন্ধে জ্ঞান দান করা হয় এই তলায়। আন্ডার গ্রাউন্ড ফ্লোরে প্যান্ডলিয়াম রয়েছে। শপিং সেন্টার আছে। ভিড় এড়ানোর জন্য গ্রাউন্ড ফ্লোর থেকে বের হওয়ার জন্য মাটির নিচ দিয়ে পথ করে নেয়া হয়েছে। জীবনকে তখনই সার্থক মনে হয়েছিলো যখন আমি বৈজ্ঞানিকদের কৃপায় 'আয় আয় চাঁদ মামার' শিলা খন্ড স্বচক্ষে দেখতে পেলাম। বিকেল ৩ টায় বাড়ির পথে রওনা হলাম।

রা, নীলিমা, টোকিও, জাপান

আ ৷ রে ৷ জ্জো

স্বপ্নের ইউরোপ

ইটালিতে যাওয়ার জন্য দালালদের খপ্পরে পড়বেন না। এখন বৈধভাবেই যাওয়া যাবে

আমার এই লেখাটুকু আমাদের স্বদেশে অবস্থানরত বা যারা ইটালিতে আসার জন্য দালালদের হাতে মোটা অংকের টাকা দিয়ে অপেক্ষা করছেন তাদের কতটুকু কাজে আসবে আমি জানি না। তারপরেও আমার প্রবাস জীবনের অল্প সময়ের ছোট অভিজ্ঞতা থেকেই লিখছি। আপনারা নিজেদের টাকা খরচ করে এদেশে আসবেন। তাতে আমাদের কিছু যাবে- আসবে না। আমাদের মতো আপনারাও এই দেশে নাগরিকত্ব নিয়ে বাস করুন এটা আমরা আন্তরিকভাবেই চাই। কিন্তু অবৈধভাবে এই দেশে প্রবেশ করলেই নানা ধরনের সমস্যায় পড়তে হয়। তাই বলছি আপনারা চিন্তা করবেন এই দেশে যেই পরিমাণ টাকা ব্যয় করে আসবেন তা যেন সঠিক পথেই ব্যয় করে আসেন। এ কথা সত্য ইউরোপের দেশগুলোতে থাকার আলাদা একটা আনন্দ আছে। পৃথিবীর সব ধরনের আনন্দ উপভোগ করতে পারবেন, যখন যা মন চায় তাই করতে পারবেন। এই দেশে দেবার অনেক কিছু আছে, ইচ্ছা করলেই তা উপভোগ করতে পারবেন। ছুটে যেতে পারবেন ইউরোপের একপ্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে। ভিসার কোনো প্রয়োজন হবে না। মুদ্রা Change করতে হবে না। কারণ বর্তমানে ইউরোপের বারোটি দেশ এক হয়ে গেছে এবং আপনারা নিশ্চয়ই জানেন এই ১২টি দেশের মুদ্রা একই– 'ইউরো'। মন চাইলে ছুটে যেতে পারবেন নিজ দেশে, তবে এই সমস্ত সুবিধাগুলো তারাই ভোগ করতে পারবেন যারা বৈধভাবে আসবেন এবং নাগরিকত্বের পারমিশন পাবেন। এই দেশে হাজার হাজার বাঙালি ভাই আছে যারা শুধুমাত্র অবৈধ হওয়ার কারণে কাজ করতে পারেন না। কাজ পেলেও ঠিক সময়ে বেতন পান না। বেতন পেলেও পরিমাণে অনেক কম, তারপরেও পরিশ্রম করায় অনেক বেশি। মা-বাবা ভাই-বোন আত্মীয়-স্বজন ফেলে বাস করছেন এই দেশে কিন্তু দেশে যেতে আসতে পারছেন না। অপেক্ষায় আছেন কবে এরা বৈধ হবে বা ইটালিয়ান সরকার সব অবৈধবাসীদের বৈধ করার ঘোষণা দেবেন। এই পর্যন্ত ইটালিতে ৪বার অবৈধবাসীদের বৈধ করেছে যথাক্রমে ১৯৮৭-১৯৯০-১৯৯৬ এবং ১৯৯৮ সালে। এই বছরও এই বৈধকরণের ঘোষণা দেবার কথা ছিল, কিন্তু বর্তমানে ইটালিতে ক্ষমতাসীন সরকার বিদেশীদের বিপক্ষে। তাই বলা যাচ্ছে না আদৌ বৈধ করার ঘোষণা দেবে কি না?

Riaz Mahmud, Via-Garibaldi-193, 52100-Arezzo, Italy

প্রবাসে আরেক বাংলাদেশ

...স্বজন, স্বদেশ ছেড়ে জাপানে আপনার প্রবাস জীবন ... নিঃসঙ্গ আর বিষাদময়... তার পরেও আপনার দৈনন্দিন প্রয়োজনে...
বাংলাদেশের মাছ, মাংস, সব্জি, মসলা, মিষ্টি, শাড়ি, পাঞ্জাবি, চুড়ি, টিভি নাটক, সিনেমা, বই, দৈনিক ও সাপ্তাহিক পত্রিকা, টেলিফোন কার্ডসহ সব কিছু...

- হালাল
- সাশ্রয়ী মূল্য
- টাটকা

তাকিউবিনের মাধ্যমে আপনার দরজায়...

ব্যতিক্রম হালাল ফুডস্

Diamond Trading Co.
Itabashi-Ku, Itabashi 1-13-10
Tokyo
JR Saiko Line-এর
Itabashi St. থেকে ১ মিনিট

Tel : 0359435661
Fax : 035943-5662

প্রবাসে বন্ধুর মুখ

Rvcv‡b Avcwb †hLv‡bB _vKb bv †Kb... †nv°vB‡Wv †_‡K wKDm... wKsev IwKbvIqv... Avcbvi ˆ`wbK c‡qvR‡b... wbR¯^Avg`wbKZ evsjv‡`‡ki gvQ, gvsm, mwâ, gmjv, kwo, cvÄwe, Pwo, wUwf †cvMvg, wm‡bgv, eB, ˆ`wbK I mvßwnK cwÎKv, †Uwj‡dvb KvW...

মাতৃস্নেহ ছাড়া সব কিছু

- nvjvj
- mvkÖqx g∙j¨
- UvUKv

ZwKDwe‡bi gva¨‡g Avcbvi `iRvq...

ব্যতিক্রম হালাল ফুডস্

Diamond Trading Co.
Itabashi-Ku, Itabashi 1-13-10
Tokyo
JR Saiko Line- এর
Itabashi St. থেকে ১ মিনিট

Tel : 0359435661
Fax : 035943-5662